৪. সোনামণির রাগ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পড়ুয়ারা কবিতাটির কৌতুক রস উপভোগ করবে এবং ঠিক হাবভাব প্রয়োগ করে কবিতাটি পাঠ করতে পারবে।

যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়,
মায়ের উপর রাগ হয়েছে থাকবে না হেথায়।
দিনরাত দুরন্তপনা
ক'রে ক'রে ঘুরবে সোনা
বলতে কিছু পাবে না কো তোমরা তবু তায়—
যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়।

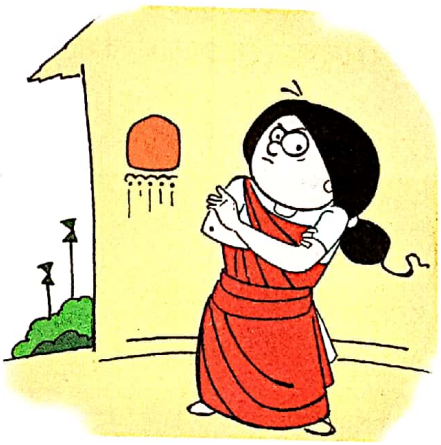

যায় রে যায়, সোনামণি মামার বাড়ি যায়,
পোশাক প'রে পাল্‌কি চ'ড়ে সখের বেহারায়।
মামা মামি আদর ক'রে
সোনায় তুলে নেবে ঘরে,
সোনার মুখে সকল শুনে ব'কবে কত মায়—
যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়।

যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়,
আয় সঙ্গে, কুনো বেড়াল, যাবি যদি আয়।
মাছের মুড়ো দেবে তোরে,
দুধ খাওয়াবে বাটি ভ'রে,
তুই বেড়াবি গরব ক'রে সোনামণির ছায়,—
যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়।

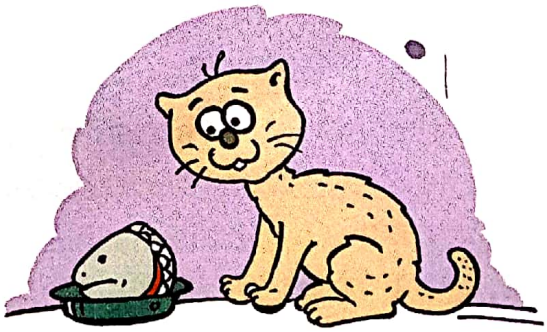

Scanned with CamScanner

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। জন্ম ১৮৫৯ সালের ২৯ এপ্রিল, হাওড়া জেলার নারিট-এ। বাবা, রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রাস পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন সখা নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা কয়েকটি বই: ছেলেখেলা, টুকটুকে রামায়ণ, ছবির ছড়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি। ১৯৩৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত 'কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন' নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: ছোট্ট মেয়ে সোনামণি দিনরাত দুষ্টুমি করে বেড়ায়। তাই তার মা তাকে বকে। তাতে সোনামণির রাগ হয়েছে। সে ঠিক করেছে এ-বাড়িতে আর থাকবে না। মামার বাড়ি চলে যাবে। সেজেগুজে পালকি চড়ে সে মামার বাড়ি যাবে। মামা মামি আদর করে তাকে ঘরে ডেকে নেবেন। তাঁদের কাছে মায়ের নামে সে নালিশ করবে। তাঁরা মাকে বকবেন। যাবার সময় সোনামণি বাড়ির বেড়ালটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। সে-ও মামার বাড়িতে আদরে থাকবে। মাছের মুড়ো পাবে। বাটি ভরা দুধ পাবে। সেখানে সে সোনামণির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

হেথায়—এখানে

দুরন্তপনা—দুষ্টুমি করে বেড়ানো

পাবে—পারবে

তায়—তাকে

পাল্‌কি—যে যান মানুষ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়। হিন্দি শব্দ। palanquin

বেহারা—পাল্‌কি বাহক, কাহার। সখের বেহারা — পাল্‌কি বহন করা একটি পেশা। এর জন্য তারা মজুরি পায়। সোনামণি পয়সা কোথায় পাবে? তাই সখের বেহারারা, মানে, যারা সখ করে পাল্‌কি বয় তারা সোনামণিকে নিয়ে যাবে।

সোনায়—সোনাকে

সোনা—আদরের সম্বোধন। অন্য মানে—সোনা নামক ধাতু। স্বর্ণ

মায়—মাকে

কুনো—ঘরে কোণে থাকতে ভালোবাসে এমন। সাধারণত কুনো ব্যাঙ, ঘরকুনো লোক—এইরকম ব্যবহৃত হয়। এখানে কুনো বেড়াল বলতে ঘরের পোষা বেড়াল বোঝাচ্ছে

তোরে—তোকে

গরব—গর্ব

ছায়—ছায়ায়

শেষের এই তিনটি শব্দ কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

ধুয়া—গানের যে পদ বার বার গাওয়া হয় অথবা যে উক্তি বার বার করা হয় তাকে বলে ধুয়া। এই কবিতায় 'যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ি যায়' লাইনটি ৬ বার আছে। এটি একটি ধুয়া।

কী শিখলে? এবং কতটা?

১. মুখে মুখে বলো:

ক) কবিতাটি কার লেখা?

খ) সোনামণি কি সত্যি সত্যি মামার বাড়ি যাবে বলে তোমার মনে হয়?

Scanned with CamScanner

"সোনামণির রাগ"

বাক্য রচনা:

দিনরাত, পোশাক, পালকি, বেড়াল, দুধ।

প্রশ্ন উত্তর:

১। সোনামণি মামার বাড়ি যাবে কেন?

২। সে সারাদিন কী করে?

৩। কিসে করে সে মামার বাড়ি যাবে?

৪।মামার বাড়িতে কে তাকে আদর করবে?

৫। সাথে সে কাকে নিয়ে যেতে চাইবে?

৬। তাকে কী কী দেবে?

দাগ দেওয়া শব্দগুলির বানান শিখবে।

6:18 PM ✓✓

Scanned with CamScanner

১. ব্যাঘ্র–জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

পড়ুয়ারা গল্পটি পড়ে বুঝতে পারবে যে, এটি আজকের যুগেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তারা গল্পটির মূল বিষয়বস্তুটি বুঝে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং নিজের ভাষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, লুম্বিনি উদ্যানে রাজা শুদ্ধোদন ও রানি মহামায়ার পুত্র–রূপে জন্ম নেবার আগেও গৌতম বুদ্ধ নানা রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্বকে নিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশটিরও বেশি গল্প আছে। এই গল্পগুলিকে বলে জাতকের গল্প বা জাতক–কাহিনি। বুদ্ধদেব নিজেই তাঁর শিষ্যদের এই গল্পগুলি বলেছিলেন। এইরকমই একটি গল্প এখন পড়বে।

পুরাকালে একসময় বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন বোধিসত্ত্ব কোনো এক বনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর বনের সীমানার কাছেই অন্য এক বনে ছিলেন আর এক বৃক্ষদেবতা। ঐ বনে ছিল একটা বাঘ এবং একটা সিংহ। তাদের ভয়ে ঐ বনে কেউ যেত না। গাছ কাটত না। এমনকি সেদিকে ফিরেও তাকাতে সাহস করত না।

বাঘ আর সিংহ বনে যত রকমের হরিণ পেত, মেরে খেত। আর সবটা মাংস খেতে না পেরে খানিকটা জঙ্গলে ফেলে চলে যেত। ফলে সেই পচা মাংসের দুর্গন্ধে সমস্ত বন দুর্গন্ধময় হয়ে থাকত।

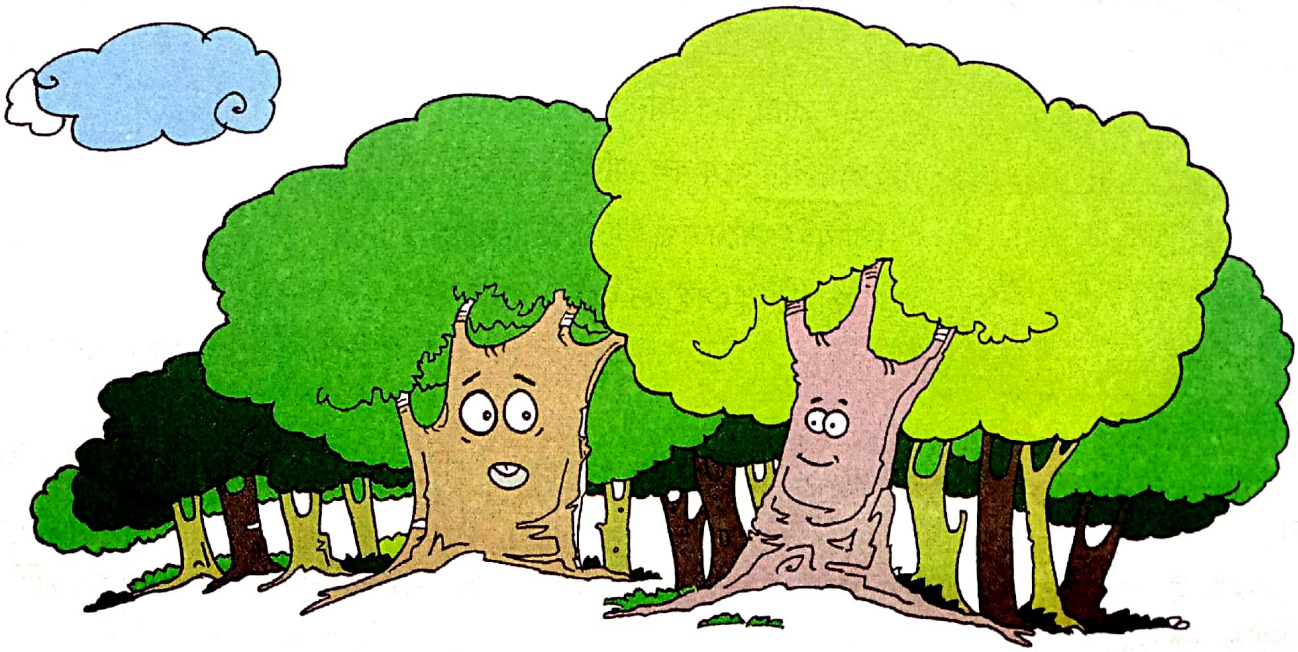

Scanned with CamScanner

বোধিসত্ত্বের পাশের বনের বৃক্ষদেবতা তেমন বুদ্ধিমান ছিলেন না। সবকিছু বিচার করে তিনি ভাবতেও পারতেন না। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'মশাই, এই বনে বাঘ আর সিংহের ঝামেলায় তো আর পারা যায় না। চারদিকে পচা মাংসের গন্ধে এমন অবস্থা যে টেকা দায়। আমি বরং এদের বন থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করি।'

ওই বৃক্ষদেবতার কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শোন, তোমার এ রকম ভাবাটা ঠিক নয়। আসলে এই বাঘ ও সিংহ আছে বলেই আমাদের বনে মানুষের হাত পড়ে না। বাঘ সিংহের ভয়ে তারা এখানে আসতে সাহস করে না। যদি ওরা চলে যায়, তাহলে মানুষেরা আর ওদের ডাক শুনতে না পেয়ে দলে দলে এই বনে আসবে। গাছ কেটে কেটে এই জঙ্গল সাফ করে ফেলবে। সমস্ত জমিতে চাষবাস করবে। বনভূমি বলে আর কিছুই থাকবে না। তাই বাঘ সিংহকে বন থেকে তাড়াবার কথা ভেবো না।'

কিন্তু বৃক্ষদেবতাটি বোধিসত্ত্বের উপদেশ কানে নিলেন না। তিনি একদিন এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে বাঘ সিংহকে খুব ভয় দেখালেন। তাঁর ওই বিকট মূর্তি দেখে বাঘ সিংহ বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সেই জঙ্গল ছেড়ে।

এদিকে মানুষজন সে জঙ্গলের কাছ দিয়ে যাবার সময় আর বাঘ বা সিংহের ডাক শুনতে পায়না। তাদের পায়ের ছাপও দেখতে পায়না। কয়েকদিন পর তারা বুঝতে পারল যে, ওখানে আর বাঘ সিংহ নেই। ফলে, লোকেরা দা-কুড়ুল নিয়ে চলে এল। বনের একটা অংশ কেটে ফেলল।

এটা দেখেই বৃক্ষদেবতার টনক নড়ল। তিনি বুঝলেন যে, বোধিসত্ত্ব ঠিকই বলেছিলেন। বন তো আর থাকবে না। তিনি ছুটলেন বোধিসত্ত্বের কাছে। বললেন, 'সৌম্য! আমি তোমার কথামতো কাজ করিনি। ভয় দেখিয়ে বাঘ সিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন তারা চলে গেছে জানতে পেরে মানুষ বন কাটতে আরম্ভ করেছে। সৌম্য, তুমি বলে দাও এখন আমি কী করব?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সেই বাঘ আর সিংহ অমুক বনে গেছে। তুমি এখন সেই বনে যাও। তাদের ডেকে নিয়ে এস।'

বোধিসত্ত্বের কথামতো বৃক্ষদেবতা সেই বনে গেলেন। বাঘ সিংহকে ফিরে আসার জন্য করজোড়ে অনুনয় করতে থাকলেন:

এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে,
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না আর;
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।

— ভাই বাঘ, বনে ফিরে চল দয়া করে। তোমরা না থাকলে এই বন আর থাকবে না। লোকেরা বন কেটে উজাড় করে দেবে।

বাঘ সিংহ তো সে-কথা শুনলই না, উলটে বৃক্ষদেবতাকে বলল, 'তুমি দূর হও। আমরা আর সেখানে যাচ্ছি না।'

কাজেই বৃক্ষদেবতা একাই বনে ফিরে গেলেন। এদিকে লোকেরাও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কেটে চাষবাস শুরু করে দিল।

Scanned with CamScanner

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: ঈশানচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, যশোহর-এ (এখন বাংলাদেশে)। কলেজের শিক্ষা শেষ করে সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। বিভিন্ন স্কুলে প্রধান-শিক্ষকতা করার পর স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর চিরস্মরণীয় কীর্তি মূল পালি ভাষা থেকে বৌদ্ধ-জাতক-এর বঙ্গানুবাদ। পরিণত বয়সে পালি ভাষা শিখে একক চেষ্টায় ১৬ বছরে এই কাজ শেষ করেন। নানা জনহিতকর কাজে বহু অর্থ দান করেন। মৃত্যু ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। ব্যাঘ্র-জাতক পাঠ্যাংশটি ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতক ২য় খণ্ড থেকে নেওয়া। জাতক সংখ্যা ২৭২। মূল পাঠের সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় বদলে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: 'ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।'— কোনো কাজ করতে গেলে, সে-কাজের পরিণাম কী হতে পারে, আগে তা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। কেননা, কাজটা একবার করা হয়ে গেলে তার ফল যদি অত্যন্ত মন্দও হয়, তখন আর কিছুই করার উপায় থাকে না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করে কোনো কাজ করাকে বলে অবিমৃশ্যকারিতা। এই জাতকে বৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বের সদুপদেশ না শুনে অবিবেচকের মতো বন থেকে বাঘ ও সিংহকে তাড়িয়ে দিয়ে শেষে নিজেই বিপদে পড়লেন। কাজেই তিনি একজন অবিমৃশ্যকারী।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

পুরাকাল—প্রাচীনকাল, অনেক আগেকার সময়

দুর্গন্ধ—খারাপ গন্ধ। বিপরীত—সুগন্ধ

ভয়ঙ্কর—ভীষণ, ভীতিজনক, ভয়ানক। ভয়ংকর—এই বানানও লেখা যায়। বিশেষণ। বিশেষ্য—ভয়ঙ্করতা স্ত্রীলিঙ্গ—ভয়ঙ্করী

বিকট—বিশাল, ভীষণ, ভয়ঙ্কর

দা-কুড়ুল—কাটারি ও কুঠার

করজোড়ে—জোড়হাতে

অনুনয়—কাতর অনুরোধ, মিনতি

ছারখার—ধ্বংস, সর্বনাশ

ভাষার বিশেষ ব্যবহার

টেকা দায়—সহ্য করে থাকা কঠিন

মানুষের হাত পড়ে না—মানুষজন এখানে আসে না

বেজায় ভয়—খুব বেশি ভয়

টনক নড়ল—হুঁশ হল

উজাড় করা—নিঃশেষ করা

শব্দের ঝাঁপি

বৃক্ষদেবতা বিকট বেজায় টনক করজোড় অনুনয় ছারখার উজাড়

ব্যাখ্যা

এটা দেখেই বৃক্ষদেবতার টনক নড়ল।

আগু-পেছু না ভেবে কাজ করলে তার ফল ভালো হয় না। বোধিসত্ত্বের সুপরামর্শ না-শুনে বৃক্ষদেবতা বনের বাঘ সিংহকে তাড়িয়ে দেন। বনে হিংস্র জন্তু নেই, টের পেয়ে মানুষ এসে বনের একাংশ কেটে ফেলল। এবার বৃক্ষদেবতা বুঝতে পারলেন, তাঁর হঠকারী কাজের ফল কী বিষময় হতে চলেছে। তাই কথায় বলে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।'

Scanned with CamScanner

Bengali "Holiday homework" for class VI.

ব্যাঘ্র জাতক। ।।

প্র:১। ব্রহ্মদত্ত কোথাকার রাজা ছিলেন?

প্র: ২। এই গল্পে কতজন বৃক্ষদেবতা আছে?

প্র :৩। বনে কেউ যেতনা কেন?

প্র:৪। বনটি দুরগন্ধময় হয়ে থাকত কেন?

প্র:৫। বাঘ সিংহকে বন থেকে তাড়াবার জন্য বৃক্ষদেবতা কী করেছিলেন?

প্র:৬। বনে বাঘ সিংহ না থাকায় কী হয়েছিল?

প্র:৭। বৃক্ষদেবতা বাঘ সিংহকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে কবিতাটি বলেছিলেন সেটি লেখ।

বাক্য রচনা:---

সীমানা, সাহস, জঙ্গল, বুদ্ধিমান, চাষবাস,।
উপদেশ, মূর্তি, অনুনয়, উজাড়, সমস্ত।

বিপরীত শব্দ:--

ভয়, দুর্গন্ধ, বুদ্ধিমান, ঠিক, শুরু। 5:57 PM ✓✓

Scanned with CamScanner